খেয়া

স্থাপিত - ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯

রেজি নং S/73377 under WB Act XXVI of 1961

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

সভাপতি সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত '৬৬
সাধারণ সম্পাদক সৌভিক কুমার ঘোষ '৯০
পত্রিকা সম্পাদক সুকমল ঘোষ '৬৯

RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2017-2019

• Vol 06 • Issue 7 • 15 July 2018 • Price Rs. 2.00 •

সম্পাদকীয়

বিদ্যালয়ে, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি পর্ব চলছে।

আমাদের দুই শিক্ষক মহাশয় সুধাকৃষ্ণ গুপ্ত ও সমীর চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন। ২২ জুলাই বিদ্যালয়ের হ'লে তাদের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে। ওইদিন উপস্থিত হয়ে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন আমাদের প্রাক্তন ছাত্রদের উচিত কর্তব্য। আপনারা শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে দু'কথা নিবেদনও করতে পারেন।

আশা করি প্রাক্তনীদের অংশগ্রহণে এই স্মরণসভা সার্থক হয়ে উঠবে।

স্মরণসভা

প্রাক্তনীরা হয়তো অবগত আছেন যে, আমাদের পরমপ্রিয় শিক্ষকদ্বয় সুধাকৃষ্ণ গুপ্ত ও সমীর চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন আগামী ২২ জুলাই রবিবার সন্ধে ৬ টায় তাঁদের স্মরণসভা স্কুলের হলে অনুষ্ঠিত হবে। প্রাক্তনীদের এই সভায় উপস্থিত হবার জন্য অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সাদর আহ্বান জানাচ্ছি।

খেয়া - আমাদের মুখ
আমাদের মুখপত্র।

রাশিয়া থেকে বলছি...

কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, ২০০০

২২শে জুন, ২০১৮ — একে কী বলব, আবেগের বিস্ফোরণ নাকি স্বপ্নপূরণের রাত! একটু আগে শেষ হল ম্যাচ। ব্রাজিল ও কোস্টারিকা। সেই কোন্ ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন দেখেছি বিশ্বকাপে ব্রাজিলের খেলা দেখব। এখনও যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছি। কাল রাত থেকেই সেন্ট পিটার্সবার্গ দখলে চলে গেছিল ব্রাজিলের সমর্থকদের হাতে। সেই পিটার্সবার্গ, আগে ছিল লেনিনগ্রাদ রাশিয়ার রাজধানী। অপূর্ব সব স্থাপত্য, বিশাল বিশাল ইমারত, অনন্যসুন্দর নিভা নদী। হার্মিটেস মিউজিয়ামের পাশের সুন্দর পার্কের পাশের রাস্তা দিয়ে অনেকটা হেঁটে ২১-০৬-২০১৮ বিকেলে পৌঁছেছিলাম FIFA FAN FIEST এ আমার ঈশ্বর মেসির খেলা দেখব বলে। FAN FIEST Giant Screenএ খেলা উপভোগ করার জায়গা খেলার বিরতিতে ভরপুর গান বাজনার বিনোদনের ব্যবস্থা। প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে খেলা দেখা শুরু — আর একটা করে গোল খেতেই ব্রাজিলদের উচ্ছ্বাস ধরা পড়েছিল। ৩-০ হারের যন্ত্রনা নিয়ে যখন হোটেলে ফিরছি —শুরু হয়ে গিয়েছে ব্রাজিলিয়ানদের সেই গান,- "মাসচেরানো - দি মারিয়া -মেসি চাও-চাও-চাও (Good Bye)" রাস্তায় মেট্রোতে সর্বত্র একই গান পাগলের মতো করে হয়ে চলেছে।

যাই হোক, ব্রাজিলের ম্যাচে ফিরি। ব্রাজিলিয়ানদের ৯০ মিনিট ধরে নিজের দেশকে উৎসাহ দেখায় জেনে অবাক লাগছিল। আর নেইমারের গোলের পর তো গোটা স্টেডিয়াম হলুদ। আমার ঠিক পাশেই ২ জন কোস্টারিকার সমর্থক ছিল। কী অদ্ভুত ওদের উদ্দেশে কোনো কটূক্তি নয়। এমনকী ম্যাচের শেষে ব্রাজিলিয়ানদের সঙ্গে কোলাকুলিও করে গেল।

মজার একটা ঘটনা ঘটল ম্যাচের শেষে। স্টেডিয়াম থেকে প্রায় ২-৩ কিমি হেঁটে মেট্রো স্টেশনে আসতে হয়। প্রায় ২০০ জন ব্রাজিলিয়ান সমর্থকদের একটা ভিড়ের সামনে পড়ে গেল এক আর্জেন্টাইন, মেসির জার্সি পরা। ওকে পেয়ে শুরু হয়েছে সেই গান — 'মেসি চাও চাও চাও'। গানের জোর আস্তে আস্তে বাড়ছে। আর আর্জেন্টাইন শুধু হাত দিয়ে ৭ (৫ আর ২) দেখিয়ে পিছনে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে। মানে ব্রাজিলের সেই অভিশপ্ত ৭ গোলের স্মৃতিকে উস্কে দেওয়া আর কি, আফসোস হচ্ছিল আমাদের ইস্টবাগান সমর্থকদের মধ্যে কবে এই রসবোধ জন্মাবে।

সেই হলুদ স্রোতে ভাসতে ভাসতে প্রায় ফিরলাম; ছোট্ট মনের ছোট্ট আশা নিয়ে, কোনো একদিন নিজের জীবদ্দশায় নিজের জার্সি পরে নিজের টিমের জন্য চিৎকার করতে পারব World Cup এর আসরে Come on India....."

মণিমানিক্য

আমাদের প্রাক্তনী মোহনবাগান ফুটবলার কল্যাণ সাহা

স্বপন রায়চৌধুরী, ১৯৫৩

দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাট মোড় কলকাতার একটি জম-জমাট অঞ্চল। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন বস্ত্র বিপণন কেন্দ্র ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয় ও গৌরাঙ্গ বস্ত্রালয় বস্ত্রসম্ভারে গড়িয়াহাটের ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে। এই ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়ের সাহা পরিবারের ফুটবলের ক্ষেত্রে অবদানের কথা সর্বজনবিদিত। এই পরিবারের কল্যাণ সাহা, শান্তি সাহা, জয়দেব সাহা, নারায়ণ সাহা, একদা কলকাতার ফুটবল মাঠ অলঙ্কৃত করেছিল। আর সবচেয়ে গর্বের কথা, এরা সকলেই ছিল জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের প্রাক্তন ছাত্র। আজ আমরা মোহনবাগান ক্লাব তথা ভারতের এক সুখ্যাত খেলোয়াড় কল্যাণ সাহাকে নিয়ে আলোচনা করব। তাই কল্যাণ সাহার সন্ধানে বিবেকানন্দ পার্কে হাজির হলাম।

ভেটারেন্স ফুটবল ক্লাবের একটি সংগঠন বহুদিন যাবৎ বিবেকানন্দ পার্কে আছে। প্রতিদিন তারা এখানে আসে, বসে, খেলা নিয়ে আলোচনা করে, ছোটদের ফুটবল খেলা নিয়ে শিক্ষা দেয়। আবার নিজেরা খেলে।

কল্যাণ সাহা ১৯৫৮ সালে জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউটশন থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন প্রধানশিক্ষক ছিলেন রাষ্ট্রপতি পদক প্রাপ্ত শিক্ষক শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। খেলাধূলায় শিক্ষক ছিলেন দিলীপ কুমার রায় ও সুহাস কুমার চন্দ্র। দুজনেই বিদ্যালয়ের ক্রীড়াক্ষেত্রে সুনামের জন্য প্রভূত পরিশ্রম করতেন। কল্যাণের কথায় — এই সময়ে জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনে সর্বপ্রকার খেলার অনেক গুণী খেলোয়াড়ের সমাবেশ ছিল। তেমন ফুটবলে কল্যাণ সাহা ছাড়া দীব্যেন্দু ভট্টাচার্য, শান্তি সাহা, জয়দেব সাহা। ক্রিকেটে কল্যাণ চৌধুরী, রাজা মুখার্জি প্রমুখ, আবার হকি ডি কে ঘোষ (মানুদা), জয়ন্ত দে, শিশির মিত্র, বাসু রায়চৌধুরী, ভানু রায়চৌধুরী, শিবাজী মৈত্র প্রমুখ খেলোয়াড়, একেবারে এদের চাঁদের হাট। কল্যাণের পিতা গৌরচন্দ্র সাহা, মা মধুমন্তী সাহা দুজনেই সন্তানদের খেলাধূলায় খুব উৎসাহিত করতেন। কল্যাণ সাহার প্রথম ফুটবল ক্লাব গ্রীয়ার ক্লাব। হকি খেলোয়াড় গ্রীয়ার স্পোর্টিং ক্লাবের ডি. কে ঘোষ প্রথম কল্যাণকে গ্রীয়ার ক্লাবে নিয়ে যান। তৃতীয় ডিভিসন থেকে পরবর্তী বছরে উয়ারী ক্লাবে প্রথম ডিভিশনে যোগদান। পরবর্তী সময়ে সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে টিমে যোগদান। তখন কলকাতার রেলওয়ে টিমগুলি ছিল দুর্দান্ত। কল্যাণের সময়ে রেলওয়েতে তারাপু, অরুন ঘোষের মতন প্রথিতযশা খেলোয়াড়ের দল। ১৯৬৯ সালে কল্যাণ সাহা মোহন বাগান ক্লাবে যোগদান করেন। এই সময়ে স্টপারে তার অনবদ্য খেলার কথা অবশ্যই স্মরণ করতে হয়। ১৯৭৮ সালে কল্যাণ সাহা এশিয়ান গেমসে ভারতীয় ফুটবল টিমে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সন্তোষ ট্রফি ফুটবল টুর্নামেন্টে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করে বাংলাকে তিনবার চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন। কল্যাণ সাহা আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল টিমে পরপর দু'বছর চ্যাম্পিয়ন করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কল্যাণ সাহা কোনো ট্রেনিং সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। ফুটবল খেলা থেকে অবসর গ্রহণের পর কল্যাণ তার পৈতৃক ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন। আজও তিনি ফুটবল মাঠকে ছাড়েননি। এখনও প্রতিদিন বিবেকানন্দ পার্ক ভেটারেন্স ক্লাবে খেলোয়াড়ি মৌচাকে কল্যাণকে দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমান ফুটবল খেলার প্রসঙ্গে আলোচনা করলে দুঃখপ্রকাশ করেন। তিনি আশাহত নানা কথা ভেবে। দক্ষিণ কলকাতা স্পোর্টস ফেডারেশন উঠে গেছে। সুদক্ষ সংগঠক, সুদক্ষ কোচের অভাব। স্কুল টুর্নামেন্ট সব বন্ধ। কলেজ খেলায় ইপিয়া শিল্ড, হেরম্ব মৈত্র আজ কোথায়? শতবর্ষে জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন খেলার কোনো সূচী গ্রহণ করল না কেন? - এসব নিয়েই তাঁর মনোবেদনা।

কল্যাণের সুস্থ জীবন কামনা করে — ধন্যবাদ প্রদানের পর বিবেকানন্দ পার্ক থেকে বিদায় নিলাম।

(পূর্ব প্রকাশিতের পরবর্তী)

পায়ে পায়ে বিশ্বকাপ

ফুটবলে যুদ্ধ ফুটবলে শান্তি

সন্দীপ চক্রবর্তী ১৯৯২

দু'দল একটা করে জেতায় এবার নির্ধারক ম্যাচ হবে নিরপেক্ষ ভেন্যু মেক্সিকো সিটির বিখ্যাত এজটেকা স্টেডিয়াম এ - ২৬ জুন ১৯৬৯। খেলার আগের দিন কোচসহ এর সালভাদোর টিমের ডাক পড়ল প্রেসিডেন্ট এর অফিসে। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাদের জানিয়ে দেওয়া হোল জেতা ছাড়া কোনো পথ নেই, এটা দেশের সম্মান-এর প্রশ্ন। পাঁচ হাজারেরও বেশি পুলিশ মোতায়েন হল কানায় কানায় পূর্ণ স্টেডিয়াম এ। হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচের ফল নির্ধারিত সময়ের শেষে ২-২। টগবগ করে ফুটছে স্টেডিয়াম। অবশেষে অতিরিক্ত সময়ের গোলে ৩-২ গোলে বাজিমাত করল এল সালভাদোর। ফলে কনকাকাফ রিজিওন থেকে এরপর হাইতিকে হারিয়ে ১৯৭০ এর মেক্সিকো বিশ্বকাপে মূলপর্বে চলে গেল তারা। তবে সেখানে কঠিন গ্রুপে পড়েছিল আয়োজক মেক্সিকো। বেলজিয়াম ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এর সাথে। গ্রুপে লাস্ট হয়ে বিদায় নিতে হয়। তবে এই কোয়ালিফায়ার হারের সূত্রে হণ্ডুরাস ও এল সালভোদোর এর ভিতর ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশন তলানিতে গিয়ে ঠেকে। ছিন্ন হয় আদানপ্রদান। তিন সপ্তাহের ভিতর যুদ্ধ লাগে দুদেশে। এক সপ্তাহের মধ্যেই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হয়, কিন্তু ততদিনে দুপারে প্রাণ গেছে প্রায় দুহাজার মানুষের। এই যুদ্ধ ইতিহাসে কুখ্যাত ফুটবল ওয়ার হিসাবে।

(... চলবে পরের সংখ্যায়)

খেয়া ফেসবুক পেজ পড়ুন https://www.facebook.com/kheyajbi/

অতীতচারিতা

শতবর্ষের বিদ্যালয়ে প্রায়-শতায়ু ছাত্র সুধাংশুকুমার সেনগুপ্ত

দেবপ্রসন্ন সিংহ, ১৯৬৭

বালিগঞ্জে জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের প্রতিষ্ঠা আজ থেকে একশো বছরের আগে, সেই ১৯১৪ সালে; সেই সময় স্কুল ছিল পুরনো একডালিয়া রোডে। এখন যেখানে স্কুল, ২৫ ফার্ন রোড, তার উল্টোদিকে বাঁ দিকের ছোট গলিতে ঢুকে ঠিক ডানদিকে যে বাড়ি রয়েছে, তার অনেকখানি জুড়েই সেনগুপ্তর বাড়ি ১১/১ ফার্ন রোড, সেই ১৯১৪ সালেই তৈরি হয়। সেই বাড়িতে এক সাক্ষাৎকারে, প্রথম এই ঘটনা জানা গেল। চেয়েছিলাম স্কুলের বর্ষীয়ান এক ছাত্র, সুধাংশুকুমার সেনগুপ্ত, বয়স যাঁর এখন ৯৪, তাঁর কাছে সাধারণভাবে সেই সময়টাকে তুলে আনা এবং বিশেষভাবে স্কুলটাকেও; যাঁর দাদুর তৈরি এই বাড়ি। সে অঞ্চলে জগদ্বন্ধু রায়, মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কয়েক বছর ছিলেন। সাক্ষাৎকারে আমার সঙ্গে ছিল সুমিত সেনগুপ্ত, ১৯৮৫ সালে স্কুল থেকে মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ। সুমিতের মেজজ্যাঠামহাশয় সুধাংশুকুমার সেনগুপ্ত ১৯৪০ সালের প্রাক্তনী, বড় জ্যাঠামহাশয় প্রয়াত সুশীলকুমার সেনগুপ্ত ১৯৩৮ সালের প্রাক্তনী, পেশায় শিক্ষক ছিলেন, টিউশানিও করতেন। বালিগঞ্জের চারপাশ তখন অন্যান্যভাবে বিখ্যাত, খেলাধুলোয়, ব্যায়ামচর্চায়। ব্রতী সংঘে তাঁর যুক্ত থাকার কথা উঠে এল, নিয়মিত ব্যায়ামে পশুপতিদাকে মনে পড়ে। ফুটবল, শীল্ড, স্কুলে বক্সিং-এ জগৎ শীল, জিতেন ঘোষ, বাংলার শিক্ষকের তারাপদ রায়ের কথাও। প্রধান শিক্ষক ছিলেন কি ভীমপদ ঘোষ না ১৯৫২-র আভাস সেনের পিতা নীহারবিন্দু সেন। তারাপদ রাহার পুত্র তাঁর সহপাঠী ছিল। বিমল দে ছিল গোলকিপার। মনে পড়ে ঐ সময়ের সহপাঠী নরেন মজুমদার, সুনীল ঘোষের নাম। গড়ের মাঠে একটা ফুলবল লীগ ও শীল্ড হত, বোধহয় এআইসিসি নামে। বাংলার শিক্ষক হরিসাধন ঘোষের কথা মনে পড়ে। সোনারপুরে থাকতেন। পূর্ণেন্দুকুমার বসুর কথাও। দুজনেই জগদ্বন্ধুর ছাত্র। সোনারপুরে গাঙ্গুলিরা তিন ভাই বৈদ্যনাথ, বিশ্বনাথ, সুজন। ১৯৩৫ সালে স্কুল থেকে প্রথম হওয়া ছাত্র নির্মলকুমার রায় ও মধুসূদন চক্রবর্তীর নাম উল্লেখ করলেন। সুধাংশুকুমার সেনগুপ্ত দীর্ঘদিন এএফএস ফায়ার সার্ভিসে যুক্ত ছিলেন, সাহেবদের সঙ্গে ফুটবল খেলেছেন জোরদার, পরে রেলে ছিলেন, '৯৫ থেকে অবসর নেন। বিশিষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীতশিল্পী সুনীলকুমার রায় জগদ্বন্ধু স্কুলেরই ছাত্র, ১৯৪০ সালের, বড়দার সঙ্গে বেশি যোগাযোগ ছিল। ছোটভাই অনিলকুমার রায়ের সঙ্গে তাঁর বেশি বন্ধুত্ব ছিল। এঁরা সুধাংশুকুমার সেনগুপ্তর পিসীমার দিক থেকে আত্মীয়। বাবা সনৎ সেনগুপ্ত। জ্যাঠতুতো ভাইপো প্রবীর সেনগুপ্ত, সুবীর সেনগুপ্ত সত্তর দশকের গোড়ায় এই স্কুল থেকে উত্তীর্ণ, দাদা অমিত সেনগুপ্ত এখন ষাটোত্তীর্ণ, সেও এই স্কুলের। ঐ সময়, অনেক পরিবারের মতই, দূরদূরান্ত থেকে এসেও স্কুলের অনেক প্রজন্মই এই স্কুলে পড়েছে। এই যৌথ বাড়ি, বিবিধ সম্পর্ক বেয়ে সেনগুপ্তরা ছড়িয়ে পড়েন। সুধাংশুকুমার সেনগুপ্তর স্ত্রী, সুমিতের জেঠিমা নিয়তি সেনগুপ্ত। কন্যা চন্দনা সেনগুপ্ত। চন্দনার যাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, সেই রাহুল গুপ্তও স্কুলের প্রাক্তনী। প্রেমরঞ্জন রায় এক ক্লাসে পড়ত। তাঁরই পুত্র দিলীপ রায়, নাট্য ও সিনেমা ব্যক্তিত্ব, অভিনয়ে ও পরিচালনায়। মনোরঞ্জন রায় সিটু আন্দোলনের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত, তিনি ছিলেন দিলীপ রায়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। দিলীর রায়ের ভাইপোপত্নী সুধাংশুবাবুর বোন ইরা রায়ের কনিষ্ঠা কন্যা সুমিতা চক্রবর্তীর সঙ্গে জনপ্রিয় গায়ক নচিকেতা চক্রবর্তী বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়। ইরা রায়ের স্বামীর নামও দিলীপ রায়। ইরা রায়ের পিসিশাশুড়ী ছিলেন প্রখ্যাত গাইকোনলজিস্ট ড. আরতি রায়। সুমিত জগদ্বন্ধু অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের সক্রিয় সদস্য। তার অন্যান্য কথা ছাড়াও বলতেই হয় নব আবহে হোয়াটসঅ্যাপে সংখ্যার নিরিখে, '৮৫-র সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়ের পরেই তার বহু পোস্ট ছবি বা লেখা, যা প্রায়ই প্রত্যুত্তরে বন্ধুদের উসকে দেয়। এই নিয়ে জগদ্বন্ধু সংসার, একটু অতীত, একটু বর্তমান, পরম্পরাও; অন্যান্য চেনাজানার সম্পর্ক, বৃত্ত এবং শিকড়, একটু ঝলক ও তথ্য। যা আমাদেরকে সুখী করে। আশা করা যেতেই পারে, সম্পূর্ণ বা আংশিক রসদ গ্রহণে পুরনো-নতুন আরো কয়েক জনকে হয়তো আমাদের মধ্যে পেয়ে

১সুধাংশুকুমার সেনগুপ্ত মধ্যবয়সে

২ ভাইপো সুমিতের সঙ্গে এখন তিনি

'খেয়া' জগদ্বন্ধু অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র। মাসিক খেয়া এবং পুনর্মিলন উৎসবে প্রকাশিত বার্ষিক খেয়া সকলের আপন পত্রিকা হয়ে উঠুক সকলের অংশগ্রহণে - এই কামনা করি।

সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত '৬৬

মহাকাব্যের আকর হতে

মহাকাব্যে মামা-ভাগ্নে

(পূর্ব প্রকাশিতের পরবর্তী)

তাই মামা তার ভাগ্নের সুস্থ সম্পর্কের রাস্তা তাঁদের মধ্যে কখনোই গড়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। আরো একটা বড়ো কথা হল, উগ্রসেনের দাদার মেয়ে দেবকীর (দেবাপির কন্যা) ছেলের সঙ্গে উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র (আসলে দ্রুমিল-এর ঔরসজাত) কংসের মামা আর ভাগ্নে সম্পর্ক পাতানোটাই বড্ড দূরত্বের হয়ে যাচ্ছে। তার চেয়ে ক্ষমতা-শত্রু হয়ে ওঠাটাই তাঁদের মধ্যে বেশি অনুঘটকের কাজ করেছে এই ক্ষীণ সম্পর্ক সুতোর টানাপোড়েনে......

কৃষ্ণজাত মামা-ভাগ্নের পর্যালোচনাই এই পর্বের মুখ্য আলোচনার বিষয় ছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে কৃষ্ণ পিতা বসুদেব-এর ভাগ্নে শিশুপালও মহাভারতের পাতায় বেশ উজ্জ্বল নাম। মামা বসুদেবের সঙ্গে ভাগ্নে শিশুপালের খুব একটা হৃদ্যতার খবর অন্ততঃ মহাভারতের পাতায় নেই। তাই মামাতো ভাই কৃষ্ণর সঙ্গে শিশুপালের শত্রুতা এবং মৃত্যুর আলোচনা যতই মনগ্রাহী হোক না কেন, এই পর্বে সেসবের মধ্যে আর ঢুকলাম না। শুধু সম্পর্কের উল্লেখটুকু করেই এবার পরবর্তী পর্যায়ে ঢুকে পড়ছি।

ষষ্ঠ পর্ব

মামা-ভাগ্নের সম্পর্ক আবর্তন অনেকক্ষণ ধরে মহাভারতের আবহে ঘূর্ণিত হচ্ছে। কিন্তু রামায়ণও এই প্রবাহে একেবারে অপাংক্তেয় নয়। যদিও রামায়ণ তার প্রাচীনতা অনুসারে অনেক বেশী 'fairy tale' বা রূপকথাধর্মী যেখানে পশু-পাখি-গাছ-পর্বত-নদী-পাথর সকলেই প্রয়োজনে কথা বলে উঠতে পারে। ফলত মানবিক সম্পর্কগুলোর বিভিন্ন আবেগজনিত ওঠা পড়াটা মহাভারতের মতো রামায়ণে অতোটাও স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে না। যদিও তর্কের খাতিরে, মহাভারতে খুব কম হলেও গঙ্গার মতো নদী-মানবীর দেখা মেলে।

(ক্রমশ)

অঙ্কন মিত্র (২০০২) e-mail : ekomitter@gmail.com

সৌজন্য

নিখরচায়
এপ্রিল, মে, জুন-র পর
জুলাই সংখ্যার খেয়া মুদ্রণ

প্রিন্ট গ্যালারি
প্রেস

যাবতীয় ছাপার কাজের জন্য আসুন
(বিল, চালান থেকে বই ব্রোশার)
অত্যন্ত ন্যায্য মূল্যে।
১৮৯এফ /২ কসবা রোড, কলকাতা ৪২
ফোন ৮৯৮১৭৫২১০০
কসবা রথতলা মিনিবাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে

যার খাবার খেলেই মন ভালো হয়ে যায়

জ্ঞান ক্যাটারার
৪২/৪৩ ইষ্ট রোড পার্ক, কলকাতা – ৩৯
০৩৩ ২৩৪৩ ৯৬৮৮
৯৮৩১০০১১০৯ / ৭০০৩৬৬৮৯৬৩

PIXEL PERFECT

LAPTOP REPAIRING
@Rs.700 onwards

DESKTOP REPAIRING
@Rs.300 onwards
Bring your system for any of the following problems....

- System on but no display
- System Dead
- System on but not booting
- System Freeze
- Improper Restart
- Improper Shutdown
- Display Problem
- Coloured Display
- Wide Screen
- System not running on adapter
- System not running on battery
- Battery Charging and Discharging problem…

call: 9830805688

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019.
Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.